কৃষকদের সম্পদ সাশ্রয়ী ও জৈব ব্যবস্থাপনার চাষাবাদ শেখাচ্ছে আরআরএফ

কৃষকদের সম্পদ সাশ্রয়ী ও জৈব ব্যবস্থাপনার চাষাবাদ শেখাচ্ছে আরআরএফ এতে লাভবান হচ্ছে কৃষকএবং পরিবেশ দূষণ রোধ করা সম্ভব হচ্ছে অনেকটা।

ঝিনাইদহ ও যশোর জেলার ঝিনাইদহ সদর, কোটচাঁদপুর, কালীগঞ্জ ও মহেশপুর এবং ঝিকরগাছা উপজেলার ১৮টি ইউনিয়ন এবং ১২০০ ফুলচাষিদেরনিয়ে কাজ করছে আরআরএফ। ফুলচাষিদের সম্পদ সাশ্রয়ী এবং পরিবেশ সম্মত চাষাবাদ করানোএই প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য। আরআরএফ ফুলচাষিদের ঋণদেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন অনুদান প্রদান করছে।

যার মাধ্যমে চাষিরা চাষের সহায়ক হিসেবে বিভিন্নকার্যক্রম করছে। প্রকল্পের আওতায় ফুলচাষিদের বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ, বিনা মূল্যে দুইবার মাটিপরীক্ষা, পরিবেশ ক্লাব মিটিং, মৌখিক প্রশিক্ষণ, সর্বক্ষণিক কৃষিপরামর্শ প্রদান করার পাশাপাশিঅনুদান প্রদান করা হচ্ছে।

প্রকল্পের আওতায় ঝিনাইদহ সদর উপজেলার গান্না ও মহারাজপুর ইউনিয়নেঅনুদানের মাধ্যমে চারটি সোলার অপারেটর এবং দুইটি মিনিপাওয়ার ট্রিলার প্রদান করা হয়েছে।এছাড়াও সাধারণ সহায়তার আওতায় প্রত্যেকটি ফুল চাষি জৈব ব্যবস্থাপনা, পানি ও শক্তি সাশ্রয়ীপ্রযুক্তি ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনামূলক কাজ করছে।

আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তন জনিত সমস্যামোকাবিলায় এবং ফুলচাষিদের জৈব ব্যবস্থাপনায় চাষাবাদ করাতে আরআরএফ স্মার্ট প্রকল্প করছে।ফুলচাষি মোঃ নজরুল ইসলামবলেন, আমি দীর্ঘদিন গাঁদা, গোলাপ ও জারবেরাসহ বিভিন্ন ফুলচাষ করি, আরআরএফ স্মার্টপ্রকল্প থেকে একটি মিনিপাওয়ার ট্রিলার পেয়েছি যার মাধ্যমে জমিচাষে আমার শ্রমিক খরচ কমেগেছে, অল্পসময়ে অধিক চাষাবাদ করতে পারছি এবং লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

আরেক ফুলচাষি সুব্রত বিশ্বাসবলেন, স্মার্ট প্রকল্প থেকে

প্রশিক্ষণের পাশাপাশি মিনি পাওয়ার ট্রিলার ও কেচো কম্পোস্ট সারকরছি। যার মাধ্যমে চাষবাদে খরচ কমেছে এবং আমি লাভবান হচ্ছি। সার ও কীটনাশক ব্যবসায়ী শামীমহোসেন বলেন, স্মার্ট প্রকল্প থেকে আমি একটি সোলার প্রযুক্তি পেয়েছি যার মাধ্যমে আমার বিদ্যুৎকরচ খুবই কম হচ্ছে, আমার একটি বৃহৎ খরচ সাশ্রয় হচ্ছে।

র্স্মাট প্রকল্পের এনভায়রনমেন্টএন্ড আরইসিপি অফিসার বাপ্পী অধিকারী বলেন, ফুলচাষিদের নিজস্ব সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার করেতাঁর সামগ্রিক চাষাবাদের খরচ কমিয়ে লাভবান করা ও পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তিগত চাষাবাদকরানো প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য। আরআরএফ’র জ্যেষ্ঠ সহকারী পরিচালক ও প্রকল্পের ফোকালপার্রসনকৃষিবিদ ড. অসিত বরণ মন্ডল বলেন, বিশ্ব ব্যাংক ও পিকেএসএফ সহায়তায় আরআরএফ ধারাবাহিক ভাবেফুলচাষিদের উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প ও টিস্যু কালচার ল্যাবের মাধ্যমে বিভিন্ন সহায়তা করছে,যা আগামীতে অব্যাহত থাকবে।

ঝিনাইদহে দেশীয় ভেষজ উদ্ভিদের জৈব চাষাবাদ বিষয়ক কর্মশালা

উচ্চমূল্যের আমদানিনির্ভর ভেষজ উদ্ভিদের দেশীয় জৈব চাষাবাদে গুরুত্বারোপ করে ঝিনাইদহে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে শহরের ফুড সাফারি মিলনায়তনে বাংলাদেশ আয়ুর্বেদিক মেডিসিন ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন (বামা) এ কর্মশালার আয়োজন করে।

কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন বামার কেন্দ্রীয় সভাপতি ও বিশিষ্ট আয়ুর্বেদিক গবেষক ড. হাকীম মো. ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ঝিনাইদহ ঔষধ তত্ত্বাবধায়ক সিরাজুম মনিরা।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা ঔষধ পরিদর্শক ইকরামুল করিম, সেতু ড্রাগ ল্যাবরেটরিজের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আহম্মদ আলী বিশ্বাস এবং বামার নির্বাহী সদস্য এ বি এম জাহাঙ্গীর। কর্মশালাটি

সঞ্চালনা করেন বামার বিভাগীয় প্রধান আকরাম হোসেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ডা. মো. মিজানুর রহমান।

বক্তারা বলেন, বর্তমানে দেশে যে সব ভেষজ ওষুধ তৈরি হয় তার একটি বড় অংশের কাঁচামাল আমদানি করতে হয়। অথচ দেশের উপযোগী জলবায়ুতে এসব ভেষজ উদ্ভিদের জৈব চাষাবাদ সম্ভব। কৃষি উদ্যোক্তাদের এ বিষয়ে সচেতন ও উৎসাহী করতে হবে। এতে একদিকে যেমন আমদানি নির্ভরতা কমবে, অন্যদিকে কৃষির নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

কর্মশালায় জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে আগত ওষুধ প্রস্তুতকারক, কৃষি উদ্যোক্তা ও ভেষজ গবেষকরা অংশগ্রহণ করেন।

সমলয় পদ্ধতিতে চাষাবাদে লাভবান হবেন কৃষক

কৃষিকাজে যন্ত্রের ব্যবহার বাড়িয়ে কৃষিকে আধুনিক ও লাভজনক করতে নিরলস কাজ করছে কৃষি বিভাগ। “সময়লয়” পদ্ধতিতে চাষাবাদ, কৃষকের সময় ও শ্রম খরচ কমবে, লাভবান হবেন কৃষক।

এরই অংশ হিসেবে ২০২৪-২৫ মৌসুমে ব্লক প্রদর্শনীর মাধ্যমে সমলয় পদ্ধতিতে রাইস ট্রান্সপ্লান্টারের মাধ্যমে জমিতে বোরো ধানের চারা রোপণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে গাংনী উপজেলায়। গত বৃহস্পতিবার বিকাল ৪ টার দিকে গাংনী উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে উপজেলার গোপালনগর গ্রামের গড়ানের মাঠে সমলয় পদ্ধতিতে এই চারা রোপণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়।

উপজেলা কৃষি অফিসার ইমরান হোসেনের সভাপতিতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা। প্রধান অতিথির বক্তব্যে ইউএনও প্রীতম সাহা বলেন, কৃষিকাজে যন্ত্রের ব্যবহার বাড়িয়ে কৃষিকে আধুনিক ও লাভজনক করতে নিরলস কাজ করছে কৃষি বিভাগ।

বিশেষ অতিথি ছিলেন মেহেরপুর জেলা কৃষি প্রকৌশলী সুবল চন্দ্র

বিশ্বাস, গাংনী উপজেলা অতিরিক্ত কৃষি অফিসার রাসেল রানা, এসময় অন্যান্যদের মধ্যে উপসহকারী কৃষি অফিসার মতিউর রহমান, শাহিনুর রহমান, জুয়েল রানা, ইমরান হোসেন, সুজন কুমার বিশ্বাস, নাইমুর রহমান ও গিয়াস উদ্দিনসহ উপজেলার সকল উপসহকারী কৃষি অফিসার ও কৃষকরা উপস্থিত ছিলেন। এবছর মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতায় মেহেরপুর সদর ও গাংনী উপজেলায় ১০০ একর জমিতে সমলয় পদ্ধতিতে বোরোধান চাষাবাদের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে জেলা কৃষি বিভাগ।

প্রচলিত পদ্ধতি বাদ দিয়ে আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে ধান চাষের জন্য বীজতলা পরিবর্তে প্লাস্টিকের ট্রেতে বীজ বপন করে তিন সপ্তাহে মধ্যে ধানের চারা উৎপাদন করা এবং যন্ত্রের সাহায্যে চারা রোপণ, সার প্রয়োগ পরিচর্যা এমনকি ধান কাটা মাড়াই হবে যন্ত্রের সাহায্যে। ২০২৪-২৫ মৌসুমে ব্লক প্রদর্শনীর মাধ্যমে সমলয় পদ্ধতিতে রাইস ট্রান্সপ্লান্টারের মাধ্যমে জমিতে ধানের চারা রোপণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে। “সমলয়” পদ্ধতিতে ধান চাষাবাদে শ্রমিক সঙ্কট নিরসন, উৎপাদনে অতিরিক্ত খরচ ও সময় বাঁচবে বলে জানিয়েছেন গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ইমরান হোসেন।

তিনি জানান, বোরো মৌসুমে গাংনী উপজেলা গোপলনগর গড়ান মাঠ এলাকায় জমিতে ৪৫০০ প্লাস্টিকের বিশেষ কৃষি যন্ত্রের মাধ্যমে মাটিতে জৈব সার সংমিশ্রণে প্লাস্টিকের ট্রেতে ধান বীজ বপন করা হয়েছে। সমলয় পদ্ধতিতে ধান চাষাবাদে বীজ বপন থেকে সার প্রয়োগ ও ধান কাটা মাড়াই সবকিছু করা হবে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে। তিনি বলেন, সমলয় পদ্ধতিতে চাষাবাদ, কৃষকেরা অর্থ ও সময় সাশ্রয় হবে। কৃষিতে যান্ত্রিকরণ হওয়ার কারণে শ্রমিক সংকট নিরসন হবে।

ফসলের ভালো ফলনসহ বিভিন্ন সুবিধা পাবে কৃষকেরা। তাই এই অঞ্চলের কৃষকদের সমলয় পদ্ধতিতে চাষাবাদ করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে কৃষি বিভাগ থেকে। এসময় ওই এলাকার দুই শতাধিক কৃষাণ-কৃষাণিসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। মেহেরপুর জেলা কৃষি বিভাগ জানিয়েছেন, চলতি বছরে এজেলার ১৯ হাজার ৩২৭ হেক্টর জমিতে বোরো আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। কৃষি প্রণোদনার আওতায় গাংনী উপজেলার গোপালনগর গ্রামে ৬০ জন কৃষকের ৫০ একর জমিতে রাইস-ট্রান্সপ্লান্টার যন্ত্রের মাধ্যমে ধানের চারা রোপণ করা হচ্ছে।

এছাড়া সদর উপজেলার আশরাফপুর গ্রামের মাঠে ৬৫ জন কৃষকের ৫০ একর জমিতে এই পদ্ধতিতে ধান রোপন করা হচ্ছে। মেহেরপুর জেলা কৃষি কর্মকর্তা (ডিডি) বিজয় কৃষ্ণ হালদার জানান, এ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হলো, সমলয় এবং শ্রম সাশ্রয় করা। তিনি বলেন, কৃষকের স্বার্থে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ছে।

নতুন নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষিতে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগছে। এ প্রযুক্তির ফলে কৃষকের উৎপাদন খরচ কমবে। ফলে তারা লাভবান হবেন।

মেহেরপুরে প্রচণ্ড দাবাদাহে চাষাবাদে পানির হাহাকার

বাড়ি থেকে শুরু করে চাষাবাদে পানির জন্য হাহাকার শুরু হয়েছে। পৌরবাসী লাইনে পানি পাচ্ছেনা, মাঠে সেচযন্ত্রে পানি উঠছেনা। ছাদবাগানে তাপে গাছ মারা যাচ্ছে। ওপরবৃষ্টি ছাড়া পরিস্থিতি মোকাবেলা করা সম্ভব নয় এমন অভিমত সব শ্রেণির মানুষেরই। এক ঠিলি পানি তুলতে নলকূপ চাপতে চাপতে হয়রান হয়ে পড়ছে মানুষ। বাড়ির নলকূপ নতুন করে গভির করে বসিয়েও পানি পাওয়া যাচ্ছেনা।

গ্রীষ্মের শুরু থেকেই বিভিন্ন বাড়ি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নলকূপে পানি না উঠায় হাজার হাজার মানুষ ও শিক্ষার্থীরা সুপেয় পানির সংকটে পড়েছেন। পাশাপাশি চলতি সেচনির্ভর আবাদে সেচ যন্ত্রে পানি কম উঠায় জমি সেচ দিতে দীর্ঘক্ষণ সময় লাগছে এবং সেচ খরচও বাড়ছে। কৃষকেরা সংকট মোকাবেলায় বাধ্য হয়ে রাত জেগে সেচযন্ত্র চালিয়ে পানি দিয়ে ফসল রক্ষার চেষ্টা করছেন।

মেহেরপুর পৌর পানিশাখা সুত্রে জানাগেছে- পৌর এলাকায় ৫ হাজার গ্রাহক রয়েছে। পানির চাহিদা ১২ হাজার ঘনমিটার। বর্তমানে পানি সরবরাহ হচ্ছে ৩৫০০ ঘণমিটার। যা ১৫শ গ্রাহকের চাহিদা মেটাতে পারে। ফলে রেশনিং পদ্ধতিতে পানি সরবরাহ করতে হচ্ছে। মাইকিং করে পৌরবাসীর কাছে সাময়িক সমস্যার কারণে দুঃখ প্রকাশও করেছে পৌর কর্তৃপক্ষ। এদিকে পানির দুরাবস্থার কারণে জারভর্তি পানির দামও বাড়িয়ে দিয়েছে পানি ব্যবসায়ীরা। মেহেরপুর শহরে ২০ লিটারের